দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সম্পাদকীয়
০৫

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের সংস্কার প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন সংস্কারে ঋণ দিতে রাজি হয়েছে বিশ্বব্যাংক। এই পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে ১শ' মিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুরের চুক্তি সই করেছে বিশ্বব্যাংক। এই ঋণ বাজেটারি সাপোর্ট হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গৃহীত মধ্যমেয়াদী বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে এ ঋণ ব্যবহার করা হবে বলে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে। শিক্ষা খাতের চলমান সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় মূলত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একটি ব্যয়সাশ্রয়ী ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই ঋণ ব্যয় করা হবে। প্রকাশিত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচীতে যেসব বিষয়ের উপরে বিশেষ নজর দেয়া হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- সরকার ও সমাজের প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সরকারী সহায়তা লাভের বিষয়টিকে তাদের সম্পাদিত কাজের গুণাগুণের সাথে সম্পৃক্ত করা, বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা, নিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের গুণগত মানোন্নয়ন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পাঠ্যসূচীকে আরও প্রাসঙ্গিক ও চাহিদাভিত্তিক করা।

দেশোপযোগী নাগরিক ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়ে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা যদি সার্বিক অর্থে মানসম্মত হয় তাহলে কর্মজীবনে তাকে আর বেগ পেতে হয় না। এ কথাও সত্য যে, দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ধরনের শিক্ষা-বৈষম্য রয়েছে। প্রতিবছর মাধ্যমিক পর্যায়ের সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এই বৈষম্যগুলোর চিত্র প্রকট হয়ে ধরা দেয়। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। ফল প্রকাশের রিপোর্ট থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গ্রাম ও শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাসের হারে বড় ধরনের তারতম্য রয়েছে। মেধা ও সার্বিক উত্তীর্ণদের হারেও এ ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ বৈষম্য শিক্ষার্থীদের মেধার জন্য নয়, বরং শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশের জন্যই হয়ে আসছে। চলতি মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে, দিনমজুরিসহ অন্যান্য কায়িক শ্রমদানের পরও গ্রাম থেকে অনেকেই মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সত্যিকারের মেধাবীদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া গেলে তারা যে আরও ভাল করত এবং ভবিষ্যতে দেশের কাজে লাগত সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেই মাধ্যমিক পর্যায়ে ড্রপ আউটের সংখ্যাও শহর থেকে গ্রামে অনেক বেশী। কোন কারণে অর্থনৈতিক সঙ্কট বা মন্দা দেখা দিলে গ্রামের অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই আর পড়াশোনার সুযোগ থাকে না। এছাড়াও নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে গ্রাম এবং শহরের বস্তি ও নিম্নআয়ের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর স্কুলগুলোতে যোগ্য শিক্ষকের প্রচণ্ড সঙ্কট রয়েছে। ভাল শিক্ষক না থাকার কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও প্রকৃত উন্নত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারী বা এ গ্রেডের অথবা উচ্চবিত্তদের জন্য পরিচালিত স্কুলগুলোর বাইরে যেসব স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা কারণে দীর্ঘদিন থেকেই সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে শিক্ষকদের যোগ্যতা-দক্ষতা নিশ্চিত করাও সম্ভব হয় না। মানসম্মত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কার্যকর শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণদান অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে শিক্ষা যেভাবে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে তাতে শিক্ষা ব্যয় কমিয়ে শিক্ষাকে মধ্যবিত্ত ও সাধারণের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন। শিক্ষা উপকরণের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের মূল্যও কম নয়। সেই সাথে একথাও বলা দরকার শিক্ষা জীবনই শেখার প্রকৃত সময়। এ সময় দেশ, জাতি, সরকার, সুশাসন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও পরিবেশসহ নানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করলে পরবর্তী জীবনে সত্যিকার দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন সম্ভব নয়। কাজেই মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক যুগোপযোগী চাহিদাভিত্তিক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মানসম্পন্ন করে তুলতে হবে। আর তা করতে হবে সমগ্র দেশে এবং সার্বিকভাবে। তাহলেই যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার কম অথবা শূন্য সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও মানসম্মত হয়ে উঠবে।

যুগোপযোগী শিক্ষা প্রণয়নের স্বার্থে ঋণগ্রহণ নিয়ে কোন মহলেরই আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি নতুন কিছু নয়। নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে অর্থ লোপাটের ফিরিস্তিও খাটো নয়। বিগত আমলগুলোতে দেশের অত্যধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাত ছিল অন্যতম। হতে পারে শিক্ষাকে কলঙ্কমুক্ত করতে না পারার কারণে হয়তো দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকার মধ্য মেয়াদী প্রকল্পের জন্য গৃহীত ঋণের প্রতিটি পয়সার যাতে সদ্ব্যবহার হয় এবং গৃহীত কর্মসূচী যাতে মাঝপথে বন্ধ না হয় সেদিকেও সংশ্লিষ্ট সবার খেয়াল রাখতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সময় আমরা অতিক্রম করছি তার সাথে পাল্লা দিয়ে এগুতে হলে অবশ্যই সকলকে সৎ ও আন্তরিক হতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার উন্নয়নে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বার্থে কাজ করবেন বলে আমরা আশা করি।